23-3-35

পাতাল পুরী

রূপবাণী

টুম্নীবেশিনী শ্রীমতী মায়া

রূপবাণী

ফোন বি, বি, ৩৪১৩।
৭৬।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রথম আরম্ভ
শনিবার ২৩শে মার্চ্চ,
১৯৩৫।

শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর
প্রযোজনায়

কালী ফিল্মসের
নূতনতম-দান

পাতাল পুরী

গল্প ও চিত্র-নাট্যকার
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মূল-যন্ত্রী
মধুসূদন শীল এম, এসসি

আলোক-চিত্রশিল্পী
ননী সান্যাল

শব্দ-যন্ত্রী
জগদীশ বসু

শিল্পী
পরেশ বসু

অতি আধুনিক আর-সি-এ
শব্দ-যন্ত্রে গৃহীত

শ্রেষ্ঠাংশে—
তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, জীবন গাঙ্গুলী, মায়া মুখার্জ্জী ও শিশুবালা

দাম—ছ' পয়সা

শ্রীঅখিল নিয়োগী—সম্পাদিত।

পরিচয়

মাতলা সর্দ্দার	...	তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
মুংরা	...	জীবন গাঙ্গুলী
টুমনি	...	মায়া মুখার্জ্জী
বিলাসী	...	শিশুবালা
ঠিকাদার	...	পরেশচন্দ্র বসু
টুমনির প্রতিবেশিনী	...	কমলা (ঝরিয়া)

পাতাল পুরী

[গল্পাংশ]

রিক্রুটারের কাজ—দিন মজুরী খাটবার জন্যে কুলি সংগ্রহ করা। হারাধন—কয়লা-কুঠির রিক্রুটার। কোট্-প্যান্ট্ পরে' রীতিমত সাহেব সেজে সঙ্গে একজন এ্যাসিস্-টেন্ট্ নিয়ে সে তখন সাঁওতাল-পরগণার গ্রামে-গ্রামে ঘুরে' বেড়াচ্ছে।

COMING ATTRACTIONS!

1 TREASURE ISLAND
(M. G. M.)

2 BARRETS OF WIMPOLE STREET
(M. G. M.)

3 MERRY WIDOW
(M. G. M.)

4 BIDYA SUNDAR
(Kali Films)

5 PRAFULLA
(Kali Films)

6 THE LIVES OF A BENGAL LANCER
(Paramount)

7 THE PAINTED VEIL
(M. G. M.)

ভাল মানুষ এই সাঁওতাল-গুলো দেখতেও বেশ জোয়ান্, যা শোনে চট্ করে' তাই বিশ্বাস করে, তাই এই সাঁওতাল-পরগণার একটা গ্রামে কাজ তার মন্দ হ'লো না। জন-ত্রিশেক্ লোককে সে ভোলালে। ভুলিয়ে তাদের ষ্টেশনে নিয়ে যাচ্ছিল ট্রেণ ধ'রতে।

যাদের নিয়ে যাচ্ছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল চমৎকার দেখতে, যেমন বলিষ্ঠ, তেম্নি সুপুরুষ ; নাম—মুংরা।

মুংরা হয় ত আসতো না তাদের সঙ্গে, এলো শুধু মনের দুঃখে।

তাদের গ্রামের মাত্‌লা-সর্দ্দার বলেছে,—ছোঁড়াটার বাড়ী-ঘর-দোর কিছু নেই, ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে সে দেবে না।

অথচ ওই মাত্‌লা-সর্দ্দারের মেয়ে টুম্‌নি তার আবাল্য সহচরী ; টুম্‌নিকে সে ভালবাসে।

টুম্‌নি কিন্তু তার বাপের কথা শুন্‌লে না, লুকিয়ে সে বাড়ী থেকে পালিয়ে এলো। ষ্টেশনে যাবার পথে সে মুংরার সঙ্গ নিলে।

কয়লা-কুঠিতে এলো মুংরা আর টুম্‌নি। দু'জনে এক সঙ্গে তারা স্বামী-স্ত্রীর মতই বাস করতে লাগল।

এখানে এসে বাউরিদের একটা মেয়ের সঙ্গে হ'লো তাদের ভাব। মেয়েটার নাম বিলাসী। দেখতে সুন্দরী, কিন্তু বড় সাংঘাতিক মেয়ে।

বিলাসী চাইলে টুম্‌নির কাছ থেকে মুংরাকে ছিনিয়ে নিতে।

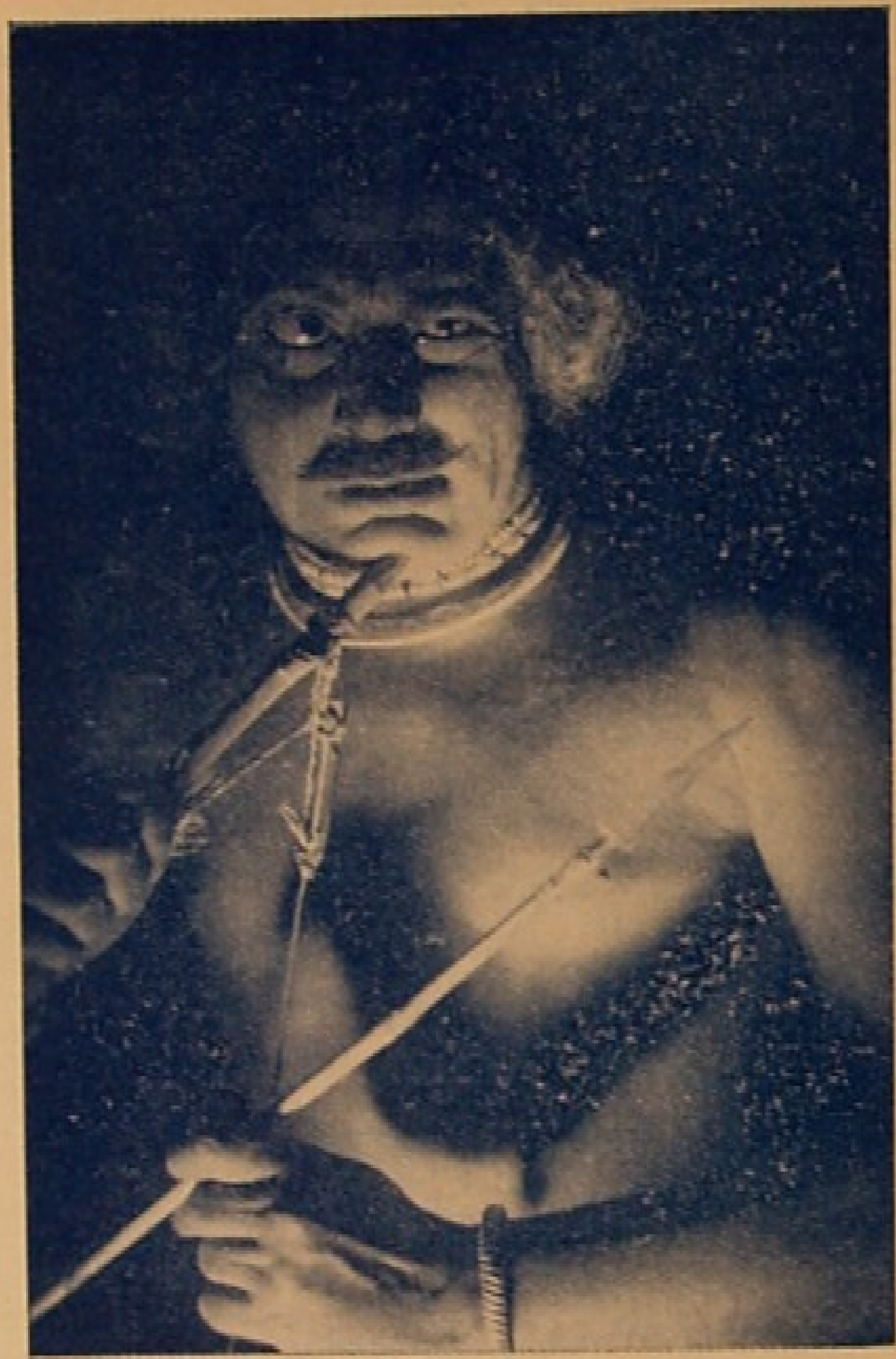

এদিকে তখন তার একমাত্র কন্যার সন্ধানে বুড়ো মাত্‌লা-সর্দ্দার কয়লা-কুঠিতে এসে হাজির! টুম্‌নিকে বল্‌লে, 'রাগ করে' চলে এলি মা? আমি তোদের নিতে এসেছি। চল্‌ তোরা দু'জনেই চল্‌!

টুম্‌নি গেল না। মুংরাও গেল না।

বুড়ো বাপ মনের দুঃখে আবার তার সেই শূন্য কুটিরে ফিরে' গেল।

বিলাসীর সঙ্গে মুংরার ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বেড়ে চলেছে! শেষে এমন হ'লো যে টুম্‌নিও তা টের পেলে।

টের পেয়ে বিলাসীকে এক দিন সে মেরে বসলো।

বিলাসীও ছাড়বার মেয়ে নয়। সে তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো।

কয়লার যে খনিতে তারা কাজ করছিল সে খনির অবস্থা তখন নিতান্ত খারাপ। 'পিলার-ব্লাস্‌টিং'এর পর দু' তিন জায়গায় তখন আগুন ধরেছে।

আগুন বন্ধ করবার চেষ্টার ত্রুটি হয় না। দেয়ালের পর দেয়াল গাঁথা চলে। কিন্তু দেয়াল ফুটো করে' হঠাৎ এক-একদিন আগুনের শিখা জ্বলে ওঠে।

আগুনের সঙ্গে ফুটোর মুখে সে দিন গ্যাস্ দেখা গেল। বিষাক্ত গ্যাস্। কুলি-কামিনেরা কাজ করতে পারে না। গ্যাস্ নাকে ঢুক্‌লেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যায়।

ঠিকাদার বল্‌লে, 'ফায়ার ক্লে' (Fire Clay) দিয়ে এই ফুটো যে বন্ধ করতে পারবে তাকে বখ্‌শীশ দেয়া হবে দশ টাকা।

মুংরা রাজী হ'লো। কিন্তু এই ফুটো বন্ধ করতে গিয়ে খাদের নীচে এমন একটা কাণ্ড ঘটলো যা নিয়ে টুম্‌নির সঙ্গে মুংরার হ'লো ভীষণ এক ঝগড়া!

শেষ পর্য্যন্ত ঝগড়ার ফল হ'লো এই যে, টুম্‌নি মুংরাকে ছেড়ে চলে গেল।

সেই যে গেল, কিছুতেই সে আর ফিরলো না।

এইবার মুংরা আর বিলাসী!

বিলাসী দেখলে, সুন্দর সুপুরুষ হ'লে কি হ'বে, অসভ্য এক গুঁয়ে এই সাঁওতালটাকে সম্পূর্ণ নিজের করে' পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। টুম্‌নিকে সে কিছুতেই ভুলবে না।

বিলাসী চেষ্টা করলে বিস্তর, কিন্তু কিছুতেই না পেরে শেষে সে নিজের পথ ধরলে।

এই নিয়ে আবার একটা বাধ্‌লো গণ্ডগোল! যে বিলাসীর জন্যে টুম্‌নিকে সে এত কষ্ট দিয়েছে, সেই বিলাসী তাকে ছেড়ে ব্যাভিচারিণী হবে এও মুংরার অসহ্য।

বিষ কাঁড় দিয়ে তাকে মারতে গেল।

মারতে গিয়ে ধরা পড়লো। ধরা পড়ে' হ'ল তার দু'বছর জেল।

বিলাসীর প্রতি বিতৃষ্ণায় অন্তর তখন তার ভরে' গেছে। জেল থেকে খালাস পেয়ে কয়লা-কুঠির দেশে মুংরা আর ফিরে গেল না। বেরুলো সে তার আবাল্য-সহচরী টুম্‌নির সন্ধানে।

তারপর কেমন করে' শেষে তারা একত্রে মিলিত হ'লো অশ্রু-করুণ সে মিলন-দৃশ্য ছবিতে দেখাই ভালো।

পাতালপুরীর গান

— এক —

কুলি কামিনদের গান

কেষ্ট ঠাকুর নাচে, নাচে গো—
হাতের বাঁশী নিয়ে নাচে।
ও বাবুরা সবেঁই দাঁড়া
মোহন-চূড়া ঠেক্‌বে চরণে॥
বাজনা বাজায়ো সই বাজনা বাজায়ো!
আনন্দ-কলসী সই হেলায়ে ডুবাবো—
সই বাজনা বাজায়ো!
আমরা মন-গুমনে রই
আমরা নাবাল্ দেশের বাউরি—
সই লো!
শ্যামকে মনে পড়লে মোরা আয়না ধরে দেখব,
সিকি নয় আধুলী নয় যে গিরায় বেঁধে রাখব।
বন কত দূরে সই বন কত দূরে—
কেষ্ট হরণ হ'লো গোপিনী কাঁদে সই লো—
আমরা মন-গুমনে রই॥

অজ্ঞাত

— দুই —

টুম্‌নীর গান

ও শিকারী মারিস্ না তুই
মাণিক-জোড়ের একটিকে হে।
সাথী-হারা পাখীটিও
মরিবে বঁধুর বিরহে॥
একা পাখীর শাপ লেগে হে
যাবে সুখের ঘর ভেঙে
পাখী-মারা তীর এসে তোর
বিঁধিবে আমার বুকে হে॥

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

— তিন —

টুম্‌নির গান

তোর সঙ্গে করব ভাব
তোর সঙ্গে যাইব হে—
তোরে দিব সরু বেলের মালা।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

— চার —

বিলাসীর গান

সিঁয়া কুলে বন করেছে আলা লো
সিঁয়া কুলে বন করেছে আলা।
ও ছুঁড়ী তুই ঝড়িয়ে দে গা—
সকল যাবে জ্বালা লো—
সকল যাবে জ্বালা!

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

— পাঁচ —

টুম্‌নির গান

তুমি এসেছ কি এসো নাই
এখনও নজরে দেখি নাই হে—
এখনও নজরে দেখি নাই।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

— ছয় —

কয়লাকুঠির কামিনদের গান

ধীরে চল্ চরণ টলমল্
সখী, নতুন মদের নেশা
পিয়েছি বিষ-মেশা
চল্‌তে পথে উঠি চম্‌কে।
একি খাওয়ালো মুখপোড়া কালো ছোঁড়া
ওঠে অঙ্গ ক্ষণে-ক্ষণে ছম্‌কে॥
গুরুজনের কাছে ঢলে' ঢলে' পড়ি,
গেল কুলমান আমি লাজে মরি,
ও সে কদম-তলায়
বাঁশী বাজায়
আড় চোখে চায়
পেলে একলা পথে আগ্‌লে দাঁড়ায় সে থম্‌কে॥

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

— সাত —

ঝুংরা ও বিলাসীর গান

ঝুংরা।—ফুল ফুটেছে কয়লা-ফেলা ময়লা টবে ঝুড়িতে।
আমি বাউরি হয়ে উড়ে যাবো, উড়ে যেমন ঘুড়িতে॥
বিলাসী—তোর বিরহে ময়লা ছোঁড়া বুড়ী হ'লাম কুড়িতে,
পুড়ে হ'লাম কয়লা-পোড়া আর পারি না পুড়িতে॥
ঝুংরা।—চুরি করে' নিয়ে যাব ডাগর-চোখো ছুঁড়ীকে
সিঁড়ি-খাদের পাতালপুরীতে॥
বিলাসী—ঠুন্‌কো মনের কালো-শশী
তোরে বাঁধবো নাকো
বাঁধবো নাকো ঠুন্‌কো কাঁচের চুড়িতে
রাখব বেঁধে বাজুর ডুড়িতে॥

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

— আট —

মাতালশালে ঝুমুর গান

বাবা ভোলা ভোলানাথ
সকল কাজে করে' বসে ভুল রে—
সকল কাজে করে' বসে ভুল!
(ও তার) হাতেতে ডমরু শিঙা
কানে গোঁজা ধুতুরারি ফুল॥
পরে' আছেন বাঘের চাম্,
মুখে বলেন হরির নাম,
(ও তার) নেশা খেয়ে আঁখি ঢুলু ঢুল্ রে—
নেশা খেয়ে আঁখি ঢুলুঢুল্॥

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

— নয় —

মাত্‌লা-সর্দ্দারের গান

দুখের সাথী গেলি চলে
কোন্ সে দেশে বিহান্ বেলা।
ও তুই মাঠে আছিস লুকিয়ে বুঝি,
তাই মাটি খুঁড়ে' তোরে খুঁজি,
আমায় নিয়ে যা রে, যে দেশে তুই
আমি রইতে নারি আর একেলা॥

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

— দশ —

মুংরার গান

তালপুকুরে তুলছিল সে শালুক-শুঁদির ফুল রে—
শালুক-শুঁদির ফুল।
ঢুলু ঢুলু চোখ রে তার এলোথেলো চুল,
(ও তার) এলোথেলো চুল॥
(আমার) হাতের ধনুক রইলো হাতে
তীর ছুঁড়তে হ'য়ে গেল ভুল,
(ও তার) এলোথেলো চুল।
সেই ফুল-বিলাসীর তরে আমার গেল জাতিকুল রে—
গেল জাতিকুল॥

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

— এগার —

বিলাসীর গান

এলো খোঁপায় পরিয়ে দে পলাশফুলের কুঁড়ি লো—
পরিয়ে দে বেলোয়ারী চুড়ি।
কালো শশী বনে আবার বাজালো বাঁশরী লো—
বাজালো বাঁশরী॥

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

— বারো —

বিলাসীর গান

আঁধার ঘরের আলো ও কালো শশী
আঁধার ঘরের আলো।
কে বলে তোরে কালো ওই রূপে মন ভুলালো,
তোরই রূপের মোহে
আমি মরি বিরহে
যত পরাণ দহে
তত বাসি যে ভালো॥

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

— তেরো —

টুমনীর প্রতিবেশিনীর গান

দিনের আলো ফুরায়ে যায়—
আঁখির আলো ফুরায়ে যায়।
আয়রে ঘরে ফিরে আয়—
ঝড়ে-ওড়া পাখী আমার—
ফিরে আয়রে ফিরে আয়॥
দিশে হারা দিক হারানো—
ঘরেতে তোর ঘরেতে ফিরে আয়
ওরে ফিরে আয়।
একা কাঁদে সাথী হারা
বুক ভাসানো অশ্রুর ধারা
পাগল পারা তোরে ছাড়া
পাগল পারা॥
দূরের পানে রাখি আঁখি
রয় জাগি হায় রয় জাগি
তোর তরে হায়—ফিরে আয়॥

কমলা (ঝরিয়া)

— চৌদ্দ —

টুমনির প্রতিবেশিনীর গান

বল গো তায় ফিরে যেতে
বল গো যেন আর আসে না
আমায় যে দিলে মন বেদনা
(যে দিলে)
কাল রূপ আর হেরব না
তায় দূরেতে নি কালো
তায় ফিরে যেতে বল;
ধেনু রাখি ফিরি বনে
সে কি প্রেমের বেদন জানে
গো-রাখা রাখালের সনে
প্রেম ক'রে এই হ'ল
ফিরে যেতে বল।
ও বিশাখা ও ললিতে
তোরা জানিস ভাল মতে
জেনে শুনে হাতে হাতে
দিলি গো সঁপে গরল
তারে ফিরে যেতে বল॥

কমলা (ঝরিয়া)

— টুকিটাকি —

খাল্‌ভরা—অপরকে গালাগালি দেবার প্রয়োজন হ'লে কয়লা-কুঠির দেশের মেয়েরা সাধারণতঃ এই 'খালভরা' শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকে। মানুষের মৃত্যুর পর তাকে কবর দিতে হ'লে প্রথমে খাল কাটতে হয়, তারপর তার মৃত দেহ দিয়ে সেই খাল ভরাই করে; 'খালভরা' কথাটার সৃষ্টি সম্ভবত এই থেকেই হয়েছে। 'খাল-ভরা' অর্থাৎ মরে' যা।

মাতালশাল—শুঁড়িখানা। মাতালেরা যেখানে ব'সে ব'সে মদ খায়। যেমন পাঠশালা, ঢেঁকিশালা, তেমনি মাতালশালা।

বিষ-কাঁড়—হিংস্র বন্যজন্তু জানোয়ার শীকার করবার জন্যে সাঁওতালেরা একরকম বিষাক্ত-তীর তৈরি করে। কি সব গাছের পাতা নিঙড়ে রস বের ক'রে তীরের ফলায় মাখিয়ে আগুনে গরম ক'রে বিষ-কাঁড় তৈরি করতে সাঁওতালেরা অনেকেই জানে। এই তীরে ফলা একবার যদি রক্তের সঙ্গে মেশে ত' সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু তার অনিবার্য্য।

কামিন—যে-সব স্ত্রীলোক দিন-মজুরী খাটে তাদের 'কামিন' বলা হয়।

———

— শিশু-সাহিত্যে নূতনতম দান —

শ্রীঅখিল নিয়োগীর লেখা

ক্ষণজন্মা

পড়ে না হেসে থাক্‌তে পারবেন না! অসংখ্য কার্টুনে ভর্ত্তী!

সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাবেন। দাম মোটে একটাকা।

দূরের মানুষ সামনে হয়
তার
ফটো যদি সঙ্গে রয়

সচিত্র ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাইবেন।

বাংলা সচিত্র ফটোশিক্ষা
মূল্য ১৷০

চৌরঙ্গী ক্যামেরা ষ্টোরস্

ফোন ৪৩০ কলিকাতা

১২,চৌরঙ্গী কলিকাতা।

সকল প্রকার

ডেভলপিং প্রিণ্টিং

এনলারজিং

সুলভে ও সুন্দর

ভাবে করা হয়।

পরীক্ষা

প্রার্থনীয়।

FOR UP-TO-DATE

POSTERS BOOK COVERS & DESIGNS

Consult—

Artist, AKHIL NEOGY,

5, Abhoy Guha Road, Calcutta.

(opp. Rupabani)

BOOM YOUR GOODS.

THROUGH

Slide and Programme Advertisement

Phone No. B. B. 3934

Apply :—B. NAN (*Sole Agent*)

16-1A, Beadon Street, Calcutta.

— মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে —

এমব্রয়ডারী ছাপিতে

কাননবালা ঘোষের ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ডে

অজন্তা আদর্শ সুচী চিত্র

ট্রেসিং বা কারবন লাগে না।

এমব্রয়ডারী সরঞ্জাম বিক্রেতা—

ঘোষ এণ্ড সন,

৬২।৭ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারত অয়েল মিলের

তৈল ব্যবহারে

বেরি বেরি হয় না

ফোন বিবি ২১১৪

মিল ও অফিস

২৪৩,অপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

— ছেলে-মেয়েদের —
১৪খানা বই

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
নতুন উপহার

এ বইখানি হ'চ্ছে বাংলায় "Alice in Wonderland"! ছোট ছেলে-মেয়েরা এ বইখানি হাতে পেলে আমোদে মেতে উঠবে! চমৎকার ছবি-আঁকা রং-চঙে মলাট,—ভিতরেও ছবির পর ছবি! **অথচ দাম মোটে আট আনা !**

"বসুমতীর" ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে প্রণীত।

শিক্ষা ও আনন্দের অপূর্ব্ব
চয়ন—অসংখ্য রঙবেরঙের ছবিতে ভরা
তৃতীয় সংস্করণ—দাম মোটে ৮০ আনা

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস্—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

'পাতালপুরী'র

শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

শুভদিন

সূচিত হইবে, ১লা বৈশাখের ব্রাহ্মমূহূর্ত্তে—

কমলিনী সাহিত্য-মন্দিরে!

উপন্যাস সাহিত্যের ভক্ত-মাত্রেই সেই শুভদিনের মানত ১৲ একটাকা আলাদা তুলিয়া রাখুন!

আজই পাওয়া যাইবে—

শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

মায়ের আশীর্ব্বাদ

কেবল বাংলার যে কোন সারস্বত-মন্দিরে কিম্বা কমলিনী-সাহিত্য-মন্দিরের
গদিতে ১৲ একটী টাকা জমা দিতে হইবে।

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির—২২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুখে দুখে - - - - প্রিয়জনের করে

— মনোরম উপহার —

ঋতুরূপ

(অপরূপ গীতিকা)

স্বনামধন্য কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের পরিচিতি। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীহেমেন্দ্র মজুমদার অঙ্কিত প্রচ্ছদপট।
জনপ্রিয় কথাশিল্পী শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহ, বি এস্‌-সি রচিত।

— মূল্য এক টাকা। —

ভাব-সম্পদে
রচনা-গৌরবে
গীতি-সম্ভারে
মুদ্রণ-সৌষ্ঠবে
* * *
* *
*
অপূর্ব্ব অনুপম
অভিনব অনবদ্য

বহু-কণ্ঠ-শ্রুত এই গানগুলি ইহাতে আছে :—
"জোছনা-রাতের রূপালী মায়ায় আজকে কাহার ফুলবাসর ?"
"ধরার বুকে আগুন জেলে বিদায় নেবে ফাগুন হাওয়া"
"নামিল বাদল ওই নামিল বাদল"
"ও মোদের কল্প-লোকের সুন্দরি"
"একটি কথায় দাও নিভিয়ে আমার প্রাণের সকল জ্বালা"
"জীবনে এই একটি দিন, রাখবো প্রিয় নূতন কোরে"
"মায়ায় ভরা হাসির দোলায় কে এলো রে 'দুলে' 'দুল'"

প্রভৃতি ৩২ খানি সুমধুর সঙ্গীত —

মনস্বী সমাজ
দৈনিক, সাপ্তাহিক
পত্রসমূহ কর্ত্তৃক
উচ্চ প্রশংসিত।
* * *
* *
*
অল্প মূল্যের
শ্রেয়তম উপহার

বাঙ্গলা-সাহিত্যে একরকম বই ইহার আগে আর বাহির হয় নাই।
মণীন্দ্রনাথের আর একখানি সামাজিক মনস্তত্বপূর্ণ ত্র্যাঙ্ক নাটক —

— কালবৈশাখী —

(রঙমহলে অভিনীত)

— মূল্য আট আনা —

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

TO LET

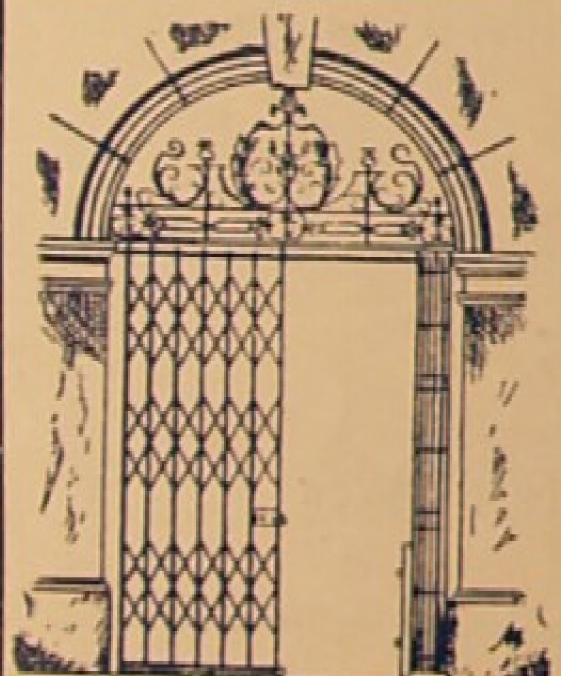

FOR
Collapsible Gates
Wrought Iron Gates
and Grilles.

Ring up B. B. 3234

Manufacturers :—
PARIS COLLAPSIBLE
GATE CO.,
16-1-A, Beadon St., Calcutta.

যদি অল্প সময়ের মধ্যে রেডিও-মেকানিক এবং
টকি অপারেটার হইতে ইচ্ছা করেন—

রেডিও টকি - - - ইনষ্টিটিউট

২৪৯বি, বহুবাজার ষ্ট্রীটে অনুসন্ধান করুন।

THE SCREEN CORPORATION LTD.
CALCUTTA

Printed and Published by G. B. Dey
at the Oriental Printing Works, 18, Brindabun Bysack Street, Calcutta.